সেমিনার
২০০২

খিলাফাতে রাশেদাঃ
মানবাধিকারের স্বর্ণযুগ

সেমিনার স্মরণিকা, ২০০২

[redacted]

সেমিনার কমিটি

উপদেষ্টা

এ,টি,এম, আজহারুল ইসলাম

আহ্বায়ক

মাওলানা আবু তাহের মোহাম্মদ মা'সুম

সদস্য

রফিকুল ইসলাম খান

মাওলানা আবদুস শহীদ নাসিম

হামিদুর রহমান আযাদ

মাওলানা আব্দুল খালেক মজুমদার

[redacted]

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ঢাকা মহানগরী

৪৮/১, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০, ফোনঃ ৯৫৬৬৬৫৮-৯, ফ্যাক্সঃ ৯৫৫৭১৫২

www.bjilibrary.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আমাদের কথা

আধুনিক বিশ্বে যান্ত্রিক সভ্যতার চরম উৎকর্ষ সাধন হলেও সর্বত্র মানবাধিকার লংঘিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। মানবতার নামে ব্যাপক ঢামাঢোল বাজালেও অধিকার আদায়ের সংগ্রাম চলছে অবিরাম। দেশে-বিদেশে এমনকি আন্তর্জাতিক পর্যায় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার নামে শত শত সংগঠন গড়ে উঠছে। কার্যতঃ এসব সংগঠন ও সংস্থা আড়ালে মানবতাবিরোধী তৎপরতায় বেশীরভাগ লিপ্ত রয়েছে। অধিকার আদায়ের নামে ওরাই চাতুরতার সাথে দেশে দেশে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে মানবাধিকার খর্ব করার ষড়যন্ত্র করছে। সম্প্রতি ওরা মানবাধিকার সংক্রান্ত বিধিবিধান তৈরি করলেও ইসলাম সাড়ে তেরশ' বছর আগেই মানবাধিকারের অনন্য দৃষ্টান্ত রেখেছে। খোলাফায়ে রাশেদীন মাত্র ৩০ বছরে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখেছেন মানব ইতিহাসে তা চিরদিন স্মরণীয় এবং বিশ্ববাসীর কাছে মডেল হয়ে থাকবে।

সম্প্রতি পাশ্চাত্য প্রবর্তিত মানবাধিকার আইন মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কোন ফল দেয়নি, বরং পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। পরিতাপের বিষয় মুসলমানরা ইসলামী জ্ঞানের অভাবে এবং কুরআন ও হাদীস চর্চায় অনাভ্যস্ত হয়ে পড়ায় পাশ্চাত্যের মানবাধিকার বিষয়ক ভূঁয়া ধারণা ও চমকপ্রদ শ্লোগানকে সঠিক মনে করে অনুসরণ করায় প্রতিনিয়ত প্রতারিত হচ্ছে। মুসলমানদের মাঝে লালিত এ হীনমন্যতাকে দূর করে ইসলাম তথা খিলাফাতে রাশেদার মডেলকেই অনুকরণ ও বাস্তবায়নে এগিয়ে আসতে হবে। কেননা পাশ্চাত্যের মানবাধিকার Concept নিজেদের স্বার্থ হাসিল ও অন্যদের প্রতারিত করার লক্ষেই তৈরি। আর ইসলাম যে মানবাধিকার দিয়েছে তা সার্বজনীন। ইসলাম মানবাধিকার ভোগে জাতি-ধর্ম গোত্র দেশী-বিদেশীদের মাঝে কোন ভিন্নতা রাখেনি। ইসলামের এ সার্বজনীনতায় মুগ্ধ হয়ে যুগে যুগে এমনকি আজও বিধর্মীরা দলে দলে মুসলমান হচ্ছে।

বিশ্বের আজ সর্বত্র মুসলমানরা নির্যাতিত নিপীড়িত। অধিকারের দাবি আদায়ের সংগ্রামে লিপ্ত থাকায় মুসলিম জনতার ওপর নির্বিচারে বোমা বর্ষণ ও হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে পৃথিবীর বুক থেকে তাদের নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করছে। আর এসব চরম মানবতাবিরোধী কর্মকাণ্ডে মদদ দিচ্ছে খোদ মানবাধিকারের কথিত প্রবক্তারা। স্বদেশেও কি মানবাধিকার বাস্তবায়িত হচ্ছে? কোন তন্ত্র মন্ত্র নয়, বিশ্ববাসীর প্রকৃত মুক্তি ও কল্যাণ এবং মানবাধিকারের পূর্ণ বাস্তবায়নে খিলাফাতে রাশেদার মডেল অনুকরণের বিকল্প নেই। এটি নিছক বক্তব্য নয় বরং এটাই বাস্তবতা। তাই ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ এ বিশ্ব ও হতাশাগ্রস্থ মানুষদের কল্যাণে কেবলমাত্র আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। মুসলমানদের মাঝে এ সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যেই আমাদের এ সেমিনারের আয়োজন। বিশ্বের নিপীড়িত নির্যাতিত ও বঞ্চিত মানুষরা ফের ইসলামের দিকে ঝুকে পড়বে। আর আল্লাহ ও রাসূলের সন্তুষ্ট অর্জনে কঠোর শপথ নিবে এবং খোলাফায়ে রাশেদার যুগ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়বে সে প্রত্যাশাই আমাদের।

www.bjilibrary.com

খিলাফাতে রাশেদাঃ মানবাধিকারের স্বর্ণযুগ

আবুল আসাদ

বাংলা ভাষায় 'মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ' বলে একটা প্রবাদ আছে। হঠাৎ মায়ের চেয়ে মাসী যখন বেশী দরদী হয়ে যান, তখন তার পেছনে একটা মতলব থাকে, একথা বলাই এ প্রবাদের লক্ষ্য। প্রবাদের এ বক্তব্যের সাথে পাশ্চাত্যের ওরিয়েন্টালিস্টদের আচরণের একটা মিল আছে। ওঁরা এখন গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের সাংঘাতিক প্রবক্তা সেজেছেন। আর ইসলামকে মানবতাবিরোধী ও মধ্যযুগীয় এবং চরমপন্থী ও অসহিষ্ণু বলা হচ্ছে। অথচ এই সেদিন মাত্র ১৯৪৮ সালে ওঁরা জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে মানবাধিকার আইন পাশ করান। অন্যদিকে সেই ৬১০ খৃস্টাব্দে ইসলামের মহানবী (সঃ) ঘোষণা করেছেন যে, বংশ, বর্ণ, জাতি নির্বিশেষে সব মানুষ সমান। শুধু ঘোষণা করা নয়, তাঁর এবং খিলাফতে রাশেদার আমল এই ঘোষণা বাস্তবায়নের স্বর্ণ যুগ ছিল। অহঙ্কারে-অন্ধ ওরিয়েন্টালিস্টরা যুদ্ধবন্দীদের অধিকার সম্পর্কে বিশ শতকের মাঝামাঝি আইন বিধিবদ্ধ করেন, অথচ ৬২৪ খৃস্টাব্দে ইসলামের মহানবী (সঃ) বদর যুদ্ধের পর যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে বিধিনিয়ম নির্ধারণ করেন যে, বিজয়ী সৈনিকরা না খেয়েও যুদ্ধবন্দীদের খাওয়াবেন। মাত্র ১৮৬৩ সালে এসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দাসত্ব প্রথা বন্ধ হয়। এই বন্ধ করার আইন পাশ করতে যে গৃহযুদ্ধ হয়েছিল, তাতে সোয়া ৬ লাখ মানুষ নিহত হয়। অথচ সাড়ে তেরশ বছর আগে ইসলামের নবী (সঃ) দাস প্রথা বিলুপ্তির সূচনা করেন এবং দাসরা মুক্ত হতে থাকে। ইসলাম এও বিধান করে যে, একজন দাস মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তার খাওয়া, পড়া, ইত্যাদি সংক্রান্ত অধিকার তার মালিকের সম পর্যায়ে হবে। ১৮৩৫ সালে মার্কিন মেয়েরা তাদের জন্যে প্রথম স্কুলে যাবার সুযোগ পায়। অন্যদিকে ইসলাম ১৪ শ' বছর আগেই

www.bjilibrary.com

মেয়েদের জন্যে শিক্ষা বাধ্যতামুলক করে। ১৮৪৮ সালে মার্কিন মেয়েরা সম্পত্তি ভোগের অধিকার লাভ করে। আর ইসলাম তার শুরুতেই পিতা, স্বামী, প্রমুখ আত্মীয়ের সম্পত্তিতে নারীর অধিকার সুনির্দিষ্ট করে দেয়। ভোটাধিকারও মার্কিন মেয়েরা পায় মাত্র ১৯২০ সালে। আর মুসলিম মেয়েরা এ রাজনৈতিক অধিকার পেয়েছে পুরুষদের সাথে সাথেই। এই হতচ্ছাড়া অবস্থা যে পাশ্চাত্যের, সেই পাশ্চাত্য আজ ইসলামকে মানবাধিকার শেখাতে চায়! পাশ্চাত্যের এই অজ্ঞতার কারণ পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিক ও বুদ্ধিজীবীদের সত্য গোপন। ওদের আন্তর্জাতিক আইন রচনার ইতিহাস শুরু হয় গ্রীসের নগর রাষ্ট্র দিয়ে। তারপর রোমান সভ্যতার বর্ননা দিয়ে তারা লাফ দিয়ে চলে আসেন আধুনিক যুগে। মাঝখানের ইসলামী সভ্যতার অবদানের কথা তাঁরা ভুলে যান অথবা সেদিক থেকে তারা চোখ বন্ধ রাখেন। অথচ ইতিহাস সাক্ষী, গ্রীক এবং রোমান সভ্যতায় ইসলামের মত আন্তর্জাতিক আইনের গণতান্ত্রিক ও প্রতিষ্ঠানিক রূপ ছিল না। পাশ্চাত্যের এই অন্ধত্বতাড়িত প্রপাগান্ডার কারণেই এবং মুসলিম দেশ সমূহে ইসলামের পুর্ণ অনুশীলন না থাকার ফলেই ইসলামের মানবাধিকার ও অন্যান্য বিষয়ে বার বার আমাদেরকে নতুন করে কথা বলার জন্যে চেষ্টা করতে হয়। চেষ্টা করতে হয় মানুষের জন্যে স্রষ্টার মনোনীত শেষ জীবন বিধান ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরতে। অন্যান্য সব দিকের মত মানবাধিকার প্রশ্নেও ইসলাম মানুষকে সর্বোচ্চ আসন দিয়েছে। খিলাফতে রাশেদার যুগ ছিল মানুষের এই অধিকার বাস্তবায়নের সোনালী যুগ।

খিলাফতে রাশেদা মহানবী (সঃ) এর প্রতিষ্ঠিত শাসননীতি ও শাসন কার্যক্রমেরই একনিষ্ঠ উত্তরাধিকার। নববী শাসনে মানুষের ইহ জাগতিক কল্যাণ ও পরকালিন মুক্তির লক্ষাভিসারী জীবন নীতি ও শাসন ব্যবস্থার যে কুঁড়ি প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছিল, খিলাফতে রাশেদার শাসনে সে ফুলই পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়ে

www.bjilibrary.com

উঠে। শাসন কার্যক্রমের একটা মূল বিষয় হলো অধিকার যেমন নাগরিকদের উপর রাষ্ট্রের অধিকার, রাষ্ট্রের উপরে নাগরিকদের অধিকার। রাষ্ট্রে বিভিন্ন ধর্মের লোক থাকে, বিদ্রোহীও থাকতে পারে। রাষ্ট্রের উপর তাদের কি অধিকার থাকবে এবং তাদের উপর রাষ্ট্রের কি অধিকার থাকবে, এসবও শাসন কার্যক্রমের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাছাড়া দুই রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ ও শান্তিকালিন পারস্পরিক কি অধিকার থাকবে তাও রাষ্ট্রের শাসন নীতির একটা অংশ। এসব অধিকারের ভিত্তিতেই একটি রাষ্ট্র তার আভ্যন্তরীন ও আন্তর্জাতিক আইন প্রনয়ণ করে থাকে। কিন্তু ইসলামে এই অধিকার সমূহ ও আইনের উৎস শাসক বা সরকার নয়। আল্লাহর ওহী আল কোরআন এবং মহানবী (সঃ) এর সুন্নাহ হলো এইসব অধিকার নির্ধারণ ও আইনগত মূলনীতির উৎস। খিলাফতে রাশেদার শাসননীতি ও শাসন কার্যক্রমের মূল উৎস ছিল এই আল-কোরআন ও সুন্নাহ। আইন বড় কথা নয়। আইনের অনুসরণ ও বাস্তবায়নের উপর অধিকার সমূহের সংক্ষরণ নির্ভর করে থাকে। আর আইনের অনুসরণ ও বাস্তবায়ন নির্ভর করে জওয়াবদিহীতার উপর। এই ক্ষেত্রে ইসলামী রাষ্ট্র ও মুসলমানরা অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। আল্লাহর কাছে জওয়াবদিহীতার সদা জাগরুক অনুভূতি এবং পরকালে পুর্বাকারের আশা ও শাস্তির ভয় মুসলমানদেরকে আইনের অনুসরণ ও বাস্তবায়নে সঠিক পথে পরিচালিত করে। ধর্মহীন, ধর্মনিরপেক্ষ এবং নামমাত্র ধর্মানুসারীদের এ সুযোগ নেই বলে আইনের প্রনয়ণ, অনুসরণ ও বাস্তবায়নে তারা চরম স্বেচ্ছাচারী হয়ে থাকে। ইসলামী রাষ্ট্র কল্যাণধর্মী হওয়া এবং অনৈসলামীক রাষ্ট্র নিপীড়নমূখী হওয়ার এটাই মৌল কারণ। খিলাফতে রাশেদা ছিল ইসলামের স্বর্ণযুগ, তাই নাগরিক-অনাগরিক, মুসলমান-অমুসলমান, শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে মানবাধিকার বাস্তবায়নেরও স্বর্ণযুগ ছিল খিলাফতে রাশেদা।

www.bjilibrary.com

মহান রাব্বুল আলামীনের গোটা সৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু মানুষ। সৃষ্টির সব আয়োজন মানুষকে কেন্দ্র করেই। আকাশ-বাতাস, তৃণ-লতা, পশু-পাখি, রোদ-বৃষ্টি, গাছ-পালা সব মানুষেরই প্রয়োজনে। এই কারণেই মানুষ আল্লাহর খলিফা, আল্লাহর প্রতিনিধি, আল্লাহর পক্ষ থেকে সৃষ্টি জগতের শাসক। খিলাফতের এই দায়িত্ব কোন বিশেষ মানুষের নয়, কোন বিশেষ গ্রুপের নয়, প্রতিটি মানুষের উপরে খিলাফতের এ দায়িত্ব ন্যস্ত। খলিফা হিসেবে প্রত্যেকে একে অপরের সমান। সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রয়োজনে এবং যোগ্যতা ও সুযোগের অসমতার কারণে মানুষের মধ্যে কেউ শাসক, কেউ শাসিত, কেউ ধনী, কেউ গরীব হতে পারে, কিন্তু মানুষ হিসেবে তার মৌলিক অধিকারগুলো পাওয়া এবং সকল ব্যাপারে সুবিচার লাভ করা তার অলংঘনীয় অধিকার। ইসলামী ব্যবস্থাতেই মাত্র মানুষের এই অধিকার নিশ্চিত হয়েছে। এই নিশ্চয়তার স্বর্ণযুগ খিলাফতে রাশেদার শাসনকাল।

মানুষের জন্ম ও পরিচয়ের দিকটি আবহমানকাল ধরে মানুষের অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে আসছে। আজও পাশ্চাত্যে বর্ণ, ভাষা, দেশ ভিত্তিক কৌলিণ্য কাউকে বড় করছে, আবার কাউকে ছোট করছে। কাগজে কলমে আজ পাশ্চাত্য দেশগুলো থেকে বর্ণবাদের উৎখাত ঘটলেও মন থেকে এর উৎখাত ঘটেনি। কিন্তু ইসলাম শুরু থেকেই এই বর্ন ও ভাষাবাদী পার্থক্যের অবসান ঘটায়। প্রথম খলিফা হযরত আবু বকরের অধীনে প্রথম সামরিক অভিযানের নেতৃত্ব দেন একজন কৃতদাসপুত্র, যাঁর অধীনে হযরত ওমর (রাঃ) একজন সামান্য সৈনিক ছিলেন। ইসলাম শুধু মাত্র বিলাপ করেনি বংশীয় পরিচয়। তার কারণ ইসলাম মানুষের সামাজিক কাঠামোতে আত্মীয়তা ও পরিবারের বন্ধনকে গুর"ত্ব দিতে চেয়েছে।

মানুষে মানুষে পার্থক্যের একটা বুনিয়াদ হলো জাতিগত কৌলিণ্য বোধ। এই জাতিগত অহমিকা সহাবস্থানের অন্তরায়।

www.bjilibrary.com

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয়েছিল জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার অহমিকা থেকে। আজও বুশ ব্লেয়ারের সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধ সন্ত্রাস দমনের জন্যে নয়, বরং পাশ্বাত্যকে বিশেষতঃ মার্কিনীদের সুপার পাওয়ার হওয়ায় জাতিগত অহমিকাকে বিশ্বে প্রভুর আসনে বসাবার জন্যে। এই অহমিকার জন্ম পাশ্চত্য সমাজে তাদের ইতিহাসের শুরু থেকে। গ্রীক সভ্যতার ঘোষণা হলো, 'যারা গ্রীক নয় তারা গ্রীকদের ক্রীতদাস হবে এটাই প্রকৃতির ইচ্ছা' আর পৃথিবীর তিরিশ ভাগের উপরও অধিকার বর্তায়নি সেই রোমকরাও বিশ্বাস করতো- তারাই পৃথিবীর মালিক, পৃথিবীর সব সম্পদ তাদের জন্যেই। তারা নিজেদের পরিচয় দিত পৃথিবীর সব মানুষের প্রভু বলে। আর আজকের পাশ্চত্যের পরম বন্ধু ইহুদীদের ঘোষণা হলোঃ 'যখন তোমার পূজনীয় প্রভু কোন নগরকে তোমার অধীন করবেন, তখন নগরের প্রতিটি পুরুষকে তলোয়ারের তীক্ষ্মতায় হনন করো। তোমার শত্রুর সবকিছু তুমি ভোগ করবে।' অন্যদিকে মুসলমানরা কল্যাণের প্রবক্তা হিসেবে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জাতি এবং তাদের কল্যাণ-ও মুক্তির আদর্শ ইসলাম পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম আদর্শ একথা ঠিক, কিন্তু ইসলাম অন্য জাতির ন্যায্য অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং সহাবস্থানকে স্বাভাবিক হিসেবে ঘোষণা করেছে। শত্রু হলেও শত্রু যেহেতু মানুষ তাই তাদের মৌলিক ও ন্যায্য অধিকারের সংরক্ষণ করেছে ইসলাম। প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁর সৈন্যবাহিনীকে শত্রু দেশে পাঠাবার সময় তাদের নির্দেশ দিতেন, "অর্থ অপহরণ করোনা, তসরূপ করোনা, প্রতারণা করোনা। শিশুকে কিংবা বয়বৃদ্ধকে কিংবা স্ত্রীলোককে হত্যা করোনা। খেজুর গাছ কাটবেনা বা দগ্ধ করবেনা। কোন ফলের গাছ কাটবেনা। গীর্জা ধ্বংস করোনা, ফসল দগ্ধ করোনা।" আর হযরত ওমর (রাঃ) এর নির্দেশ হলো, "যুদ্ধে ভীরুতা প্রদর্শন করোনা। তোমার শক্তি থাকলেও কারো অঙ্গচ্ছেদ করোনা। বিজয়ী হলে বাড়াবাড়ি করোনা। বৃদ্ধ ও

www.bjilibrary.com

নাবালককে হত্যা করোনা, বরং দুই বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধের সময় তাদের এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করো।”

ইসলামে এই মানবিকতার শ্রেষ্ঠত্ব এবং পাশ্চাত্যের পৈশাচিকতার দৃষ্টান্ত ইতিহাস বহুবার প্রত্যক্ষ করেছে। ক্রুসেডের যুদ্ধে মুসলমানরা যখন জেরুসালেম দখল করে, তখন একজন খৃস্টান ইহুদীর গায়ে হাত দেয়া হয়নি। কিন্তু পাশ্চাত্যের খৃস্টান বাহিনী যখন জেরুসালেম দখল করে তখন নগরীর ৭০ হাজার নারী, পুরুষ ও শিশুকে তারা হত্যা করে। বিনা প্রমাণে, বিনা বিচারে মার্কিন বাহিনী আফগানিস্তানে যে গণহত্যা চালাল তা তাদের ইতিহাসেরই ধারাবাহিকতা।"আর মুসলমানদের আদর্শ ও ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা হলো সহনশীলতা ও সহাবস্থানের স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাস। গ্রীক ও রোমান সভ্যতা যেখানে বলেছে অন্যসব মানুষকে দাস বানাবার জন্যে, সেখানে হযরত ওমরের শাসনকালে সিরিয়ার একজন ধর্মযাজক ইউরোপের একজন বন্ধুকে লিখেছিলেন, “এইসব আরব যাঁদেরকে আল্লাহ এই যুগে প্রভুত্ব করার ক্ষমতা দিয়েছেন, তাঁরা আমাদেরও প্রভু হয়েছেন। কিন' তারা খৃস্ট ধর্মের সাথে আদৌ কোন সংঘর্ষে লিপ্ত হয়না, বরং তাঁরা আমাদের ধর্ম রক্ষা করে, আমাদের ধর্ম যাজক ও সাধুদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এবং আমাদের গীর্জা ও মঠে চাঁদা প্রদান করে।” ইতিহাসে এমন কাহিনীর শেষ নেই। হযরত ওমর (রাঃ) এর শাসনকালে একটি বিজিত দেশে হযরত ওমর (রাঃ) একটা মসজিদ ভেঙ্গে ফেলেছিলেন। কারণ মসজিদের স্থানটি একজন অমুসলিমের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হয়েছিল। হযরত ওমর মসজিদটি ভেঙে ফেলার পর ঐ জায়গা সেই অমুসলিম লোককে ফেরত দিয়েছিলেন।

গ্রীক ও রোমান সভ্যতা এবং আজকের পাশ্চাত্য কোন দেশ দখল করলে সেখানকার মানুষকে দাসে পরিনত করেছে এবং

www.bjilibrary.com

তাদের সবকিছুকে ভোগের বস্তু ধরে নিয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও এর প্রমাণ দুনিয়ার মানুষ দেখেছে। অন্যদিকে ইসলাম বিজিত দেশের মানুষকে দেখেছে মানুষ হিসেবে। তাদের মৌলিক অধিকারকে পবিত্র জ্ঞান করেছে। খিলাফতে রাশেদার যুগে কোন নতুন ভূখণ্ড মুসলমানদের দখলে এলে সেখানকার মানুষকে আর শত্রুর দৃষ্টিতে দেখা হতোনা। মুক্ত মানুষ হিসেবে তাদের এ অধিকার দেয়া হতো যে, তারা একবছর সময়কালের মধ্যে যেন সিদ্ধান্ত নেয় যে, তারা তাদের পছন্দ মত অন্য কোন দেশে চলে যাবে, না মুসলিম দেশের নাগরিক হিসেবে বসবাস করবে। মুসলিম দেশের নাগরিক হিসেবে থাকলে অমুসলিম হওয়া সত্ত্বেও যোগ্যতার ভিত্তিতে খিলাফতে রাশেদার অধীনে রাষ্ট্রের বড় বড় পদে তাদের নিয়োজিত করা হতো। যিযিয়ার প্রশ্নে পশ্চিমা ঐতিহাসিকদের মতে মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলিমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হয়। পশ্চিমাদের এই অভিযোগ মিথ্যা। যিযিয়া কোন নিপীড়ণমূলক বা বৈষম্যমূলক ট্যাক্স নয়। অমুসলিমরা যুদ্ধে না যাওয়ার বিনিময়ে এই নিরাপত্তা ট্যাক্স দিয়ে থাকেন। মুসলিম নাগরিকরা যুদ্ধে গিয়ে জীবন ও সম্পদের যে ঝুঁকি নেয়, সেই তুলনায় অমুসলিম নাগিরকদের এই নিরাপত্তা কর খুবই কম। বিজিত দেশের অমুসলমানদের সম্পদে হাত দেয়া হয়না, তাদের উপর যে যিযিয়া ধার্য করা হয়, সেটাও তাদের সাধ্য অনুসারে এবং নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও অসুস্থের উপর কোন যিযিয়া আরোপ করা হয় না। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, যদি অমুসলিমদের নিরাপত্তা দিতে ইসলামী সরকার অসমর্থ হতেন, তাহলে যিযিয়া হিসেবে আদায়কৃত অর্থ অমুসলিমদের ফেরত দেয়া হতো। হযরত ওমর (রাঃ) এর যুগে মুসলমানরা হেমস দখল করেছিল। পরবর্তিকালে সামরিক প্রয়োজনে যখন হেমস থেকে মুসলমানদের সরে আসতে হলো, তখন মুসলিম সেনাপতি অমুসলিমদেরকে তাদের যিযিয়া করের টাকা ফেরত দিয়ে বলেছিলেন, "আমরা

www.bjilibrary.com

তোমাদের হেফাজত করব বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ছিলাম। যেহেতু আমরা তা পারছিনা, তাই তোমাদের অর্থের উপর আমাদের অধিকার নেই"। অধিনস্থ বা বিজিত দেশের নাগরিকদের অধিকারের প্রতি মর্যাদা দেয়ার, নাগরিকদের কাছ থেকে আদায়কৃত টাকা ফেরত দেয়ার এমন দৃষ্টান্ত পাশ্চাত্যের গোটা ইতিহাস খুজলে একটিও পাওয়া যাবেনা। বরং পাশ্চাত্যের তো এটাই ঐতিহ্য যে, তাদের সেনাদল যখন কোন দেশ থেকে পশ্চাতাসরণে বাধ্য হয়, তখন তারা পোড়ামাটি নীতি অনুসরণ করে এবং লুণ্ঠন ও ধ্বংসের মাধ্যমে সে ভূখণ্ডের মানুষকে সর্বশান্ত করে। রাশিয়ার পোড়ামাটি নীতির কাছেই জার্মান বাহিনীর পরাজয় ঘটেছিল। আফগানিস্তানে রুশ বাহিনী যে পোড়ামাটি নীতি অনুসরণ করেছে এবং আজ পাশ্চাত্য বাহিনী আফগানিস্তানে সে পোড়ামাটি নীতিই অনুসরণ করছে, তার সাক্ষী আজ গোটা পৃথিবীর মানুষ। অদৃষ্টের পরিহাস, এই পাশ্চাত্যই আজ মুসলমানদেরকে মানবাধিকার শেখাতে চাচ্ছে।

যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে আল্লাহর নবী (সঃ) এবং খিলাফতে রাশেদার যুগে মানবিকতার এক চুড়ান্ত বিকাশ ঘটেছিল। কোন যুদ্ধবন্দীকে হত্যা করা মুসলিম আইনে নিষিদ্ধ করা হয়। বলা হয়, বন্দীদের পর্যাপ্ত সুখাদ্য দিতে হবে। তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করতে হবে। বন্দীদের উত্তাপ ও শৈত্য থেকে রক্ষা করতে হবে। তারা কোন প্রকার কষ্ট অনুভব করলে, দ্রুত তা দুরিভূত করতে হবে। বন্দীদের মধ্যে কোন মাতাকে তার সন্তান থেকে, কোন আত্মীয়কে অন্য আত্মীয় থেকে আলাদা করা যাবে না। বন্দীদের ব্যক্তিগত মান-মর্যাদা রক্ষা করতে হবে। বন্দীদের কাছ থেকে জবরদস্তী কোন কাজ নেয়া যাবে না। যুদ্ধবন্দী সংক্রান্ত এই নীতিমালা মুসলমানরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে। মুসলমানরা নিজে না খেয়ে বন্দীদের খাইয়েছে। নিজেরা শীতে কষ্ট করে বন্দীদের আরামদায়ক পোষাক পরিয়েছে। যুদ্ধবন্দী সংক্রান্ত

www.bjilibrary.com

মুসলিম নীতিমালার মত এত বিস্তারিত নীতিমালা পাশ্চাত্যে নেই। বিশ শতকের মাঝামাঝি জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে প্রণীত যুদ্ধবন্দীদের অধিকার সংক্রান্ত বিষয়টি মুসলিম আইনের মত এত মানবিক নয়। তবু যেটুকু আইন পাশ্চাত্য অবশেষে করেছে সেটুকুও তারা পালন করছেনা। এই সেদিন আফগানিস্তানে মার্কিন বাহিনী আফগান বন্দীদের পশুর মত হত্যা করেছে। কালা-ই-জাহাঙ্গীর দুর্গের নিরাপরাধ কয়েক সহস্র বন্দীর রক্তের দাগ মানুষের মন থেকে কোন দিনই মুছে যাবার নয়। এছাড়া পণ্যবাহী কনটেইনারে তুলে শত শত বন্দীকে যেভাবে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে, তা শুধু ইউরোপের রোমানদের মধ্যযুগীয় বর্বরতাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। পাশ্চাত্যরা শিক্ষিত হয়েছে বটে! কিন্তু প্রকৃত মনুষত্ব তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়নি। তারা মনের দিক দিয়ে এখনও সেই মধ্যযুগে অবস্থান করছে, যখন বন্দীদেরকে হিংস্র ক্ষুধার্ত পশুর মুখে তুলে দেয়া হতো। তথাকথিত আল কায়েদা ও তালেবান বন্দীদের ক্যারিবিয়ান সাগরের 'গোয়ানতামো' তে যেভাবে, যে পরিবেশে রাখা হয়েছে সে ভাবে পশুকেও তার খোয়াড়ে রাখা হয়না। এই ক্ষেত্রে স্বৈরাচারী নিপীড়ক স্ট্যালিনকেও হার মানিয়েছেন গণতন্ত্রী বুশ। সোভিয়েত বন্দী শিবিরগুলোর অবস্থা আমেরিকার 'গুয়ানতামো' থেকে অনেক ভাল ছিল। এই বুশরাই আবার মানবাধিকারের শ্লোগান দেন। বুশও নিঃসন্দেহে একজন শাসক। খিলাফতে রাশেদার কাছে শিখুন মানবাধিকার কাকে বলে। তারপর তাদের মুখে মানবাধিকারের শ্লোগান মানাবে।

শত্রুতারও যে কিছু নীতিমালা আছে, শত্রুদেরও যে কিছু অধিকার আছে, তা ইসলামই মানুষকে উপহার দিয়েছে। রেডক্রস প্রতিষ্ঠিত এবং স্বীকৃত হয় ১৮৬৪ সালে। যার ফলে যুদ্ধকালিন সময়ে পক্ষ নির্বিশেষে নিরপেক্ষ চিকিৎসা ও সেবার একটা সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এই রেডক্রস প্রতিষ্ঠার সাড়ে ১২ শ' বছর পূর্বে

www.bjilibrary.com

ইসলাম ঘোষণা করে, চিকিৎসা পুরোপুরি মানবীয় সেবা। চিকিৎসক ও সেবাদানকারীদের কোন অনিষ্ট করা যাবেনা। মহানবী (সঃ) এবং খিলাফতে রাশেদার সময়ে সেনাবাহিনীতে চিকিৎসক থাকতো যাঁরা প্রয়োজনে অমুসলিম শত্রুদেরও চিকিৎসা করেছেন।

চরম শত্রুর ধন-সম্পদকেও ইসলাম পবিত্র আমানত মনে করে। বিনা বিচার এবং সঙ্গত কারণ ছাড়া শত্রু বা তার সম্পদের কোন ক্ষতি করাকে ইসলাম অপরাধ হিসেবে গণ্য করে। বৈধ অনুমোদন ছাড়া রাষ্ট্রীয় কোন কর্মচারী, এমনকি সর্বোচ্চ কর্মচারীও যদি শত্রু দেশ বা শত্রুপক্ষের সম্পদের ক্ষতি করে, তাহলে তার ক্ষতিপুরণ ইসলামী রাষ্ট্রের জন্যে অপরিহার্য হয়ে দাড়ায়। সিরাতে ইবনে হিশামে একটা দৃষ্টান্তের উল্লেখ আছে। বৈধ অনুমতি ছাড়া বনু জাযিমার প্রাণ ও সম্পদের কিছু ক্ষতি করা হয়েছিল। এ বিষয়টি ইসলামী সরকার জ্ঞাত হবার পর বনু জাযিমার প্রত্যেকটি জীবনের বিনিময়ে যুদ্ধপণ দেয়া হয়েছিল। এমনকি নিহত কুকুরের জন্যেও ক্ষতিপুরণ দেয়া হয়। মানবাধিকারের শ্লোগানে মুখর পাশ্চাত্যের ইতিহাসে এই ধরনের কোন মহৎ মানবিক দৃষ্টান্ত নেই। আফগানিস্তানে মার্কিন বাহিনী জীবন ও সম্পদের এমন কিছু ব্যাপক ক্ষতি করেছে যা নাকি ভুল করে সংঘটিত হয়েছে বলে তারা নিজেরাও স্বীকার করেছে। কিন্তু এর জন্যে মার্কিন সরকার উপযুক্ত কোন ক্ষতিপুরণ দেয়নি। ইসলামী বিধান মতে যুদ্ধকালিন অবস্থাতেও শত্রুর ঋণ ও আমানত নষ্ট হয়না এবং তা তাদের পরিশোধ করতে হয়। ইসলামী সোনালী যুগে এর বিস্তর দৃষ্টান্ত আছে। পাশ্চাত্যের আধুনিক মানবাধিকার আইনে এটা কোন বড় বিষয় নয়। এ কারণেই পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগুলো শক্তির জোরে সুযোগ পেলেই অন্যের অর্থ সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে। যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিবাদকালীন অবস্থায় ইরান ও ইরাকের বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেছে এবং সম্প্রতি সৌদি সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের

www.bjilibrary.com

হুমকি দেয়া হয়েছে। মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্র ও পাশ্চাত্যের অনেক রাষ্ট্র তাদের শক্তির জোরে এই সুযোগকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করছে। অথচ ইসলামের সোনালী যুগে শক্তিশালী ইসলামী সরকার শত্রু ও পরাজিত শত্রুর পাওনার প্রতিটি পয়সা পরিশোধ করেছে।

বিদ্রোহীদের ব্যাপারেও মানবিক নীতিমালা অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম এবং কোন প্রকার বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছে। বলা হয়েছে, আত্মরক্ষা ব্যতীত অনাবশ্যকভাবে মারাত্মক অস্ত্র সমূহ বিদ্রোহীগণের বিরুদ্ধে প্রয়োগ না করা উচিত। এ সম্পর্কে হযরত আলী (রাঃ) এর নির্দেশ হলো, "তোমরা যখন তাদের পরাজিত করো, তাদের মধ্যে আহতদের হত্যা করোনা, বন্দীদের শিরোচ্ছেদ করোনা, যারা দলত্যাগ ও ফিরে আসে তাদের পশ্চাৎধাবন করোনা, তাদের স্ত্রীদের দাসীতে পরিণত করোনা। তাদের মৃতদের অঙ্গচ্ছেদ করোনা, যা আবৃত রাখা দরকার তা অনাবৃত করোনা।" আমাদের খিলাফতে রাশেদার এই মানবাধিকার নীতিমালার আলোকে বিশ্বের শীর্ষ গণতান্ত্রিক দেশ এবং মানবাধিকারের সবচেয়ে বড় প্রবক্তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আচরণের দিকে একবার দৃষ্টি দেয়া যেতে পারে। সম্প্রতি আফগানিস্তানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এমন সব বিধ্বংসী ও প্রাণঘাতি গ্যাস-অস্ত্র ব্যবহার করেছে যা যুদ্ধে ব্যবহার নিষিদ্ধ। এই সব বিধ্বংসী অস্ত্র ব্যবহারের ফলে বহু জনপদে মানুষের জীবন্ত সমাধী হয়েছে এবং প্রাণঘাতি গ্যাস-অস্ত্রে আক্রান্ত হয়ে হাজার হাজার মানুষ শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা গেছে। প্রায় নিরস্ত্র আফগানদের বিরুদ্ধে এইসব অমানবিক অস্ত্র ব্যবহার করতে গিয়ে মার্কিন গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের গায়ে একটুও আচড় লাগেনি। কারণ তাদের মানবাধিকার শুধু তাদেরই অধিকার দেখতে পায়, আর কারোর নয়।

ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় মানবাধিকার অনন্য বৈশিষ্ট্যের আসনে সমাসীন হয়েছে। এখানে মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য

www.bjilibrary.com

করা হয়নি। শাসন বিভাগ যাতে বিচার বিভাগকে প্রভাবিত করতে না পারে সেজন্যে শুরু থেকে শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ আলাদা করা হয়েছে। অসামরিক বিচারপতিদের দিয়ে বিচার কাজ সম্পন্ন করা হতো। খলিফা বিচারপতিদের নিয়োগ করতেন, কিন্তু তাঁরা বিচার কাজে খলিফা বা শাসন কর্তাদের অধীন হতেন না। খলিফা কিংবা শাসন কর্তারা অভিযুক্ত হলে সাধারণ আসামীদের মতই তাঁদের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বিচারের সম্মুখিন হতে হতো। এমন বিচারের দৃষ্টান্তে ইসলামের ইতিহাস ভরপুর। অনেক মামলায় নিরপেক্ষ সাক্ষীর অভাবে খলিফারা হেরেছেন এবং এই হেরে যাওয়াকে তাঁরা মাথা পেতে নিয়েছেন। শীর্ষ গণতন্ত্র ও মানবাধিকার চর্চার দেশ হবার দাবিদার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান তাঁর পদে থাকা অবস্থায় তাদের বিচার হয়না। গণতন্ত্রের অধীনে জনপ্রতিনিধি হয়েও জনগণের চেয়ে তাদের অধিকার বেশী। কিন্তু ইসলামের মানবাধিকার আইনে সাধারণ মানুষ ও একজন রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে পার্থক্য নেই। ইসলামের এই শ্রেষ্ঠত্ব যা খিলাফতে রাশেদার যুগ স্বর্ণশিখরে আরোহণ করেছিল, তা দুনিয়ার মানব রচিত সব সমাজ ব্যবস্থার শীর্ষে সমাসীন থাকবে চিরদিন।

ইসলামী বিচার ব্যবস্থার একটা বড় বৈশিষ্ট হলো, বাদী-বিবাদী ও বিচারক একই ব্যক্তি হতে পারবেনা। এমনকি রাষ্ট্র প্রধানও এই দায়িত্ব পাওয়ার অধিকারী নন। কারণ এই ধরনের ব্যবস্থায় কোন ন্যায় বিচার নিশ্চিত হতে পারেনা। বাদী ও আসামীর অধিকার নিশ্চিত করতে বিচারক ও তাঁর তদন্ত কাজকে বাদী ও আসামীর সকল প্রকার প্রভাব থেকে অবশ্যই মুক্ত থাকতে হবে। ন্যায় বিচারের অতি সাধারণ এই কথা মানবাধিকারের আজকের শীর্ষ প্রবক্তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসকরা জানলেও মানেন না। তাই দেখা যায় বিচারের অতি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোতে তারা বাদী ও বিচারক দুই দায়িত্বই

www.bjilibrary.com

কুক্ষিগত করেন। আফগানিস্তানের আল-কায়েদা ও তালেবানদের বিরুদ্ধে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ ছিলেন বাদী, তদন্তকারি, বিচারক ও বিচারের রায় বাস্তবায়নকারী। এইভাবে মানুষের অধিকারকে পদদলিত করতে তাদের বিবেকে একটুও বাঁধেনি। অথচ খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিচার এভাবে হয়না। এর অর্থ মার্কিনীরা মনে করে তাদের ক্ষেত্রে যে সুবিচার প্রযোজ্য, অন্যদের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। বিচার ও আইনের ক্ষেত্রে পশ্চিমা এই ডবল ষ্টান্ডার্ডই বিশ্বের আজকের অনেক অশান্তি ও মানবতাবিরোধী কর্মকাণ্ডের জন্যে দায়ী।

ইসলাম মানুষের যে অধিকার নিশ্চিত করেছে, খিলাফাতে রাশেদার যুগে যা স্বর্ণ শিখরে আরোহণ করেছিল, তার আলোচনা এইভাবে ঘন্টার পর ঘন্টা চলতে পারে। কিন্তু আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা আমি এখানেই শেষ করতে চাই। তবে শেষ করার আগে ইসলামের সরকার পরিচালনা ব্যবস্থায় সব পরিবেশের, সব যুগের সব মানুষের অধিকার কিভাবে নিশ্চিত হয়েছে সে সম্পর্কে দু'একটা কথা বলতে চাই।

আজকের পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের অধীন তাদের সরকার পরিচালনা ব্যবস্থাকে সবার জন্যে সমান প্রযোজ্য বলে মনে করছে। এর অন্যথাকে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের খেলাফ বলে মনে করা হচ্ছে। কিছুদিন আগে এশিয়ান দেশগুলোর প্রতিনিধিরা তাদের ব্যাংকক বৈঠকে উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করেছিল, "গণতন্ত্রের মৌলিক ব্যবস্থার অধীনে তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক ব্যবস্থা কেমন হবে তা নির্ণয়ের অধিকার প্রত্যেকটি দেশের রয়েছে।" কিন্তু পশ্চিমীরা এই ঘোষণাকে আমল দেয়নি। তাদের নকশা সকলকে গ্রহণ করতে হবে, এই তাদের অভিমত। কিন্তু ইসলাম এই ক্ষেত্রে ফেক্সিবিলিটিকে গ্রহণ করেছে। চৌদ্দশ' বছর আগে ইসলাম রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থাকে 'পরামর্শভিত্তিক' গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর স্থাপন করেছে, যার

www.bjilibrary.com

সার্বভৌমত্ব স্রষ্টার আয়ত্বে অর্পিত থাকে। আল্লাহর সার্বভৌমত্বের অধীনে সরকার ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক হওয়ার পর সরকার কাঠামো বা গঠন প্রণালী দেশের পার্থক্যে , মানব ও সমাজ পরিবেশের পার্থক্যে এবং সময়ের পার্থক্যে আলাদা হতে পারে- মানুষের এই অধিকারকে বাস্তবতা হিসাবে ইসলাম স্বীকার করেছে। মহানবী (সঃ) এবং ইসলামের চার খলিফার সরকার গঠন মূলক রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের পর্যালোচনা থেকে এই সত্য ও শিক্ষাই প্রতিভাত হয়। সবশেষে এই অধিকারের কথা আমি এজন্যে তুললাম যে, আজকের আত্মমূখী পাশ্চাত্য সভ্যতা তার বিশ্বজয়ের হাতিয়ার হিসেবে শেকড়হীন এক গণতন্ত্র ও নিয়ন্ত্রণহীন এক মুক্ত অর্থনীতি বিশ্বের সবার উপর চাপিয়ে দিতে চায়। তারা একটুও চিন্তা করেনা, পাশ্চাত্য তিনশ' বছরের অভিজ্ঞতা নিয়ে গণতন্ত্র ও অর্থ ব্যবস্থার যে পর্যায়ে পৌঁছেছে, এশিয়া-আফ্রিকার উন্নয়নশীল দেশগুলো পরাধীনতার ক্লেদ তাদের শরীর থেকে না মুছতেই, শিক্ষা ও সংস্কৃতি উন্নয়নের মাধ্যমে জাতিগঠনের প্রাথমিক পর্যায় অতিক্রম না করতেই এবং অর্থনীতি তার নিজের পায়ে উঠে দাঁড়াবার আগেই কি করে তারা পাশ্চাত্যের সেই পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়াবে। প্রকৃত পক্ষে এশিয়া আফ্রিকার ঔপনিবেশ পীড়িত মানুষের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার খর্ব করারই এ আর এক প্রয়াস। হতে পারে এ এক নব্য উপনিবেশবাদ। খিলাফাতে রাশেদার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আদর্শ এই বিশ্বায়নের খেলাফ। খিলাফাতে রাশেদা মানুষের রাজনীতি ও অর্থনীতির পদ্ধতিগত স্থান-কাল পাত্র ভিত্তিক যে সার্বজনীন অধিকারের প্রতি স্বীকৃতি দিয়েছে, সেদিকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি আমার এ অতি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি। আমিন।

www.bjilibrary.com

বর্তমান প্রগতিশীল ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের যুগই ইসলাম কায়েমের সর্বোত্তম সময়

গত ১৩ সেপ্টেম্বর জুমাবার সকালে ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউশন মিলনায়তনে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ঢাকা মহানগরীর উদ্যোগে "খিলাফাতে রাশেদাঃ মানবাধিকারের স্বর্ণযুগ" শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর, কৃষিমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী। ঢাকা মহানগরী আমীর এ,টি,এম, আজহারুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন দৈনিক সংগ্রাম সম্পাদক আবুল আসাদ।

আলোচনা করেন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল মুহাম্মদ কামারুজ্জামান, আব্দুল কাদের মোল্লা, অধ্যক্ষ মাওলানা আবু তাহের, ডঃ মোহাম্মদ লোকমান, এ,টি,এম ফজলুল হক, মাওলানা আবু তাহের মোঃ মা'সুম। উপস্থিত ছিলেন জামায়াতের অন্যতম সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল মকবুল আহমদ, ঢাকা মহানগরী নায়েবে আমীর মমিনুল ইসলাম পাটওয়ারী, এডভোকেট জসিম উদ্দীন সরকার, রফিকুল ইসলাম খান, আমিনুল ইসলাম, আহমাদুল্লাহ ভূঁইয়া, হামিদুর রহমান আযাদ, এডভোকেট মশিউল আলম, ডাঃ রিদওয়ান উল্লাহ্ শাহিদী, শাহজালাল প্রমূখ।

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী বলেছেন, আমাদের সমাজের সবচেয়ে বড় সমস্যা স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতার অভাব। মানুষের মাঝে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা থাকলে একে অপরের অধিকার হরণ করতে পারে না। মানুষের কাছে জবাবদিহীতায় অনেক ফাঁক ফোকর থাকতে পারে কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে জবাবদিহীতার ভয় মনে পোষন করেন তিনি অন্যায় কাজ করতে পারেন না। খোলাফায়ে রাশেদার মাঝে আল্লাহর নিকট জবাবদিহীতার অনুভূতি ছিল বলেই তখন প্রতিটি মানুষ তার ন্যায্য অধিকার ফিরে পেয়েছিল।

তিনি বলেন, খোলাফায়ে রাশেদার শাসনব্যবস্থা ছিল সর্বাধুনিক

www.bjilibrary.com

প্রগতিশীল শাসন ব্যবস্থা। তখন প্রতিটি মানুষের জানমাল ও সম্ভ্রমের পূর্ণ নিরাপত্তা ছিল। আজ বিশ্বব্যাপী মানবতা ও মনুষ্যত্ব না থাকার কারণ আজ কের বিশ্ব ইসলামকে অনুসরণ করছেনা। তিনি বিশ্ব মানবতার মুক্তির লক্ষ্যে খোলাফায়ে রাশেদার অনুসরণে একটি ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য ঈমান ও তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত হওয়ার আহ্বান জানান।

প্রধান অতিথি আরো বলেন, আজকের প্রগতিশীল ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের যুগই ইসলাম কায়েমের সর্বোত্তম সময়। অনেকে মনে করেন ১৪০০ বছর পূর্বে যে শাসন ব্যবস্থা চালু ছিল বর্তমান যুগে সে শাসন ব্যবস্থা অচল এবং বাস্তবায়ন সম্ভব নয় কিন্তু এ ধারনা সম্পূর্ণ ভুল। আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত ও নির্দেশিত জীবন বিধানের আলোকেই মুহাম্মদ (সঃ) মদীনায় একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং তার পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ করেছেন খোলাফায়ে রাশেদারা। খোলাফায়ে রাশেদীনরা ছিলেন মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাতে গড়া লোক, তারা ছিলেন, ঈমানদার, সৎ, খোদাভীরু, আমানতদার ও জনগণের অধিকারের প্রতি সচেতন। তিনি শোষিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত অসহায় মানবতার মুক্তির জন্য মানব রচিত মতবাদ ও মানুষের গোলামী পরিহার করে আল্লাহর দাসত্ব গ্রহণের আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, আবেগ, উচ্ছাস এবং শ্লোগানের মাধ্যমে ইসলাম কায়েম হতে পারে না। ইসলাম কায়েমের জন্য ঈমানদার, সৎ এবং আমানতদার হতে হবে। খেলাফতী শাসন ব্যবস্থা আল্লাহর পক্ষ থেকে এক নেয়ামত। এ নেয়ামত শুধু তারাই পান যারা খোলাফায়ে রাশেদার মত গুনে গুনান্বিত হতে পারেন। খোলাফায়ে রাশেদার শাসনকাল শুধু একটি সীমিত সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তাদের অনুসৃত নীতিমালা অনুযায়ী যারাই শাসনকার্য পরিচালনা করবেন তারাই খোলাফায়ে রাশেদার অন্তর্ভূক্ত হতে পারেন। যার প্রমান খলিফা ওমর ইবনে আব্দুল আজীজের শাসনকাল। খলিফা ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ খোলাফায়ে রাশেদার ত্রিশ বৎসরের শাসনকালের বহু বছর পর দায়িত্ব পালন করেছেন কিন্তু তার

www.bjilibrary.com

জবাবদিহীতার অনুভূতি ও আমানতদারীতার কারণে পৃথিবীর সকল আলেমগণ তাকে পঞ্চম খলিফা হিসেবে গণ্য করেছেন। তিনি আল্লামা ইকবালের একটি কবিতার চরন উল্লেখ করে বলেন, "তোমাদের দিয়ে গোটা দুনিয়ার খেদমত নেয়া হবে শর্ত হচ্ছে তোমাদের মধ্যে সততা, যোগ্যতা, আমানতদারীতা, নিষ্ঠা, আন্তরিকতা পরকালীন জবাবদিহীতার ভয় ও দায়িত্বানুভূতি থাকতে হবে।" তিনি বিশ্ব মানবতার মুক্তির জন্য সকলকে ইসলাম কায়েমের আন্দোলনকে সফল করে তোলার লক্ষ্যে জনগণের মনে ইসলামী বিপ্লবের আকাংখা জাগ্রত করার জন্য ব্যাপক ভি িক দাওয়াতী কাজের আহ্বান জানান।

মাওলানা নিজামী তাঁর বক্তব্যে আরো বলেন, বর্তমানে গণতন্ত্র, মানবাধিকার এবং Good Governence এর যে চমকপ্রদ শ্লোগান শোনা যাচ্ছে ইসলামই সর্বপ্রথম তা উপহার দিয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ই সর্বপ্রথম পরামর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্রীয় কাঠামো গড়ে তুলেন। তাঁর পরিষদের নাম ছিল মজলিশ-উশ-শুরা। Good Governence এর যে কথা এখন শোনা যাচ্ছে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ই সর্বপ্রথম উন্নত ও আধুনিক সরকার কাঠামো গড়ে তুলেছিলেন যার পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ করেছেন খোলাফায়ে রাশেদীন। তাই সাইয়েদ কুতুব শহীদ খোলাফায়ে রাশেদীনকে আলোর মিনার হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এই আলোর মিনারকে দেখে যে পথ চলবে সে কখনো বিচ্যুৎ হবে না। তিনি বিশ্বের মুসলিম নেতৃবৃন্দকে সেই আলোর মিনার অনুসরণ করে খোলাফায়ে রাশেদার অনুসরণে শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

মুহাম্মদ কামারুজ্জামান বলেন, খোলাফায়ে রাশেদীন তাঁদের শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে বিশ্ব মানবতার জন্য এক যুগান্তকারী কালোত্তীর্ণ দৃষ্টান্ত উপহার দিয়ে গেছেন। খিলাফাতের মূল বক্তব্য হচ্ছে দুনিয়ার সব কিছুর মালিক আল্লাহ। পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের জন্য দান এবং অনুগ্রহ। মানুষ এগুলো রক্ষনাবেক্ষণ ও ভোগ করবে এবং আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে। খোলাফায়ে রাশেদীন সেই দায়িত্ব-ই পালন

www.bjilibrary.com

করেছেন। তাঁরা মানুষের মাঝে বিরাজমান পার্থক্য ও ভেদাভেদ দূর করেছেন। নারী অধিকার সুরক্ষা করেছেন। মানুষের পূর্ণাঙ্গ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছেন যা বিগত দেড় হাজার বছরে অন্য কোন আদর্শবাদীরা উপহার দিতে পারেনি।

তিনি বলেন, আমেরিকা বিশ্বের একতরফা মোড়লীপনা করার জন্য চেষ্টা করছে। কিন্তু বিশ্বের নেতৃত্ব দেয়ার জন্য কোন আদর্শ তাদের নেই। বিশ্বের মুসলমানরা তাদের ইতিহাস, আদর্শ-ঐতিহ্য, মর্যাদা ভুলে যাবার কারণেই বিশ্বের লম্পটরা বাড়াবাড়ি করার সূযোগ পাচ্ছে। আজকের বিশ্ব শান্তি, অগ্রগতি ও সভ্যতা ধ্বংসের জন্য প্রধান হুমকি আমেরিকা। আমেরিকার এ অহেতুক বাড়াবাড়ি বন্ধে বিশ্বের মুসলিম নেতৃবৃন্দকে এগিয়ে আসতে হবে। তিনি খোলাফায়ে রাশেদার শাসন ব্যবস্থা পূণপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দেশের সকল শ্রেণীর ও পেশার মানুষের মনে খিলাফতের প্রতি আকর্ষণ, ভালবাসা, আগ্রহ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে প্রত্যেককে ইসলামী আন্দোলনের জীবন্ত মডেল হবার আহ্বান জানান।

আব্দুল কাদের মোল্লা বলেন, মুসলমানরা অন্য ধর্মাবলম্বীদের অধিকার ও নিরাপত্তা প্রদানে যতটা তৎপর বিশ্বের অন্য কোন জাতি সেভাবে ভূমিকা পালন করেনা। আমেরিকার মানবাধিকার শুধু আমেরিকানদেরই জন্য। FBI এর সদস্যরা যখন তখন বিনা কারণে মুসলমানদের বাড়িঘর তল্লাশীর নামে প্রতিনিয়ত মুসলমানদের হয়রানি করছে। আমেরিকান সৈন্যরা সন্দেহবশতঃ এবং বিনা প্রমাণে আফগানিস্তানে বোমা মেরে যেভাবে নীরিহ নাগরিকদের হত্যা করেছে তা যদি বিশ্বের কোন মুসলিম রাষ্ট্র করতো তবে পৃথিবীতে কোন মুসলমান জীবিত থাকতে পারতো কি না তাতে সন্দেহ রয়েছে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

তিনি বলেন, বর্তমান দুনিয়াতে যারা মানবাধিকারের সোল এজেন্সী নিয়েছেন, তাদের মূখোশ উন্মোচিত হয়ে পড়েছে। যে ইউরোপ আজ মানবাধিকারের কথা বলে ১৮শ' শতাব্দীতেও তাদের গবেষনার বিষয় ছিল নারীদের আত্মা আছে কি নেই। অথচ ইসলাম চৌদ্দশত বছর পূর্বেই নারীদের অধিকার নিশ্চিত করেছে।

www.bjilibrary.com

অধ্যক্ষ মাওলানা আবু তাহের বলেন, মুসলমানদের ধ্বংস করার জন্য মুসলমানদের মাঝে হতাশা ও নিরাশার ভাব জাগিয়ে তোলা হয়েছে। তাদের মাঝে দ্বন্দ্বসংঘাত সৃষ্টি করে মুসলমানদের আদর্শ থেকে বিচ্যুৎ করার এক সর্বগ্রাসী চক্রান্ত চলছে। তাই মুসলমানরা আজ তাদের ইতিহাস ঐতিহ্য ও মর্যাদা ভুলে গেছে। পৃথিবীতে মুসলমানদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করতে হলে মানবাধিকার বাস্তবায়ন করতে হলে খিলাফাত ব্যবস্থা কায়েম করতে হবে।

ডক্টর মোহাম্মদ লোকমান বলেন, অত্র সেমিনার এবং এর বিষয়বস্তু অত্যন্ত সময়োপযোগী। অত্যন্ত সংক্ষেপে জ্ঞানগর্ভ দিক নির্দেশনার মাধ্যমে খেলাফাতে রাশেদার বাস্তব চিত্র এ প্রবন্ধে ফুটে উঠছে। তিনি বলেন, বর্তমান পৃথিবীতে সংঘাত সংঘর্ষের মূল কারণ জাতিগত অহমিকা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার লড়াই। রাসুল (সাঃ) এর যুগে কোন প্রকার জাতিগত অহমিকা ছিল না। তখন মানুষেমানু ষে ভেদাভেদ বৈষম্য সম্পূর্ণরূপে দুরীভূত করা হয়েছিল। হযরত জায়েদ এক সময় ক্রীতদাস ছিলেন তাঁকে মুহাম্মদ (সাঃ) যুদ্ধের সেনাপতি নিয়োগ করেছিলেন। হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) ও একজন ক্রীতদাস ছিলেন, তারই পরামর্শে রাসুল (সাঃ) খন্দক যুদ্ধের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। হযরত উমর (রাঃ) একজন ভৃত্যকে উটে চড়িয়ে নিজ হাতে রশি নিয়ে পথ পাড়ি দিয়েছেন। এমনিভাবে ইসলাম মানুষের ভেদাভেদ দূর করে তাদের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠা করেছে।

মুহাম্মদ (সাঃ) মক্কা বিজয়ের পর সমগ্র মক্কাবাসীকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। মুসলমানরা বহুদিন হেমস নগরী শাসন করেছে সে নগরী ছেড়ে আসার সময় তারা নগরবাসীর সকল প্রাপ্য অধিকার ফিরিয়ে দিয়ে এসেছিল অথচ পৃথিবীর অন্য যে কোন সেনাবাহিনী কোন নগরী পদানত করার পর সেখান থেকে পিছু হটালে তারা সেখানের সম্পদ ধ্বংস ও লুটতরাজ করে আসে। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ই সর্ব প্রথম মদীনায় লিখিত গণতন্ত্র উপহার দিয়েছেন যাকে মদীনা সনদ নামে অভিহীত করা হয়। খোলাফায়ে রাশেদার যুগে অর্থনীতি ছিল সম্পূর্ণ স্বনির্ভর। তখন যাকাত গ্রহণ করার মত কোন লোক খুজে পাওয়া

www.bjilibrary.com

যায়নি। তখনকার বিচার ব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীন এমনকি সাক্ষী প্রমাণ উপস্থিত করতে না পারার কারণে স্বয়ং খলিফা হযরত ওমর বিচারকের দরবারে হেরে গিয়েছিলেন, যা পৃথিবীর অন্য কোন শাসন ব্যবস্থায় পাওয়া যাবে না।

তাঁদের আমলে নারী অধিকার ছিল সুপ্রতিষ্ঠিত অক্ষম এবং বয়স্করা রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে নিয়মিত ভাতা পেতেন। এ সকল কিছুর মাধ্যমে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। অতএব, বর্তমান পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে হলে খোলাফায়ে রাশেদার অনুসরণে শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

এ,টি,এম, ফজলুল হক বলেন, বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে আজকের সেমিনার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, খোলাফায়ে রাশেদীন আখেরাতের জবাবদিহীতার ভয় মনে পোষণ করতেন এবং মানবাধিকার বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ আন্তরিকতা প্রদর্শন করেছেন। যে কারণে তৎকালীন সমাজে প্রত্যেক মানুষ তার অধিকার পূর্ণমাত্রায় ভোগ করতো।

মাওলানা আবু তাহের মোঃ মা'সুম বলেন, খোলাফায়ে রাশেদার শাসন ব্যবস্থা হচ্ছে রাসূল (সাঃ) এর ১০ বৎসরের শাসন ব্যবস্থার অনুসরণ। খোলাফায়ে রাশদীনের সকল কাজ কর্মের মূল চালিকা শক্তি ছিল আখেরাতের জবাদিহীতা। তিনি বলেন, কিয়ামতের দিনে নেতাদেরকেই সবচেয়ে বেশি জবাদিহীতার সম্মুখীন হতে হবে।

সভাপতির বক্তব্যে এ,টি,এম, আজহারুল ইসলাম বলেন, অতীত ইতিহাসকে স্মরণ করে যাতে একটি সুখী সমৃদ্ধ ইসলামী সমাজ কায়েম করতে পারি সে জন্য আজকের সেমিনার। তিনি বলেন, যারা বৈষম্য ও বিভেদের সৃষ্টি করে তাদের দ্বারা মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা হতে পারে না। বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে এ কথা বাস্তব সত্য যে ইসলামই একমাত্র মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে। আজকের ঝঞ্ঝাবি ক্ষুব্ধ পৃথিবীতে ইসলামী অনুশাসন বাস্তবায়নের মাধ্যমেই দ্বন্দ্ব, সংঘাত, সংঘর্ষ ও অমানবিকতার অবসান হতে পারে। তিনি বাংলা পিডিয়ায় ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর বক্তব্য উপস্থাপনের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, ইসলাম সম্পর্কে কোন প্রকার বিভ্রান্তিমূলক বক্তব্য জনগণ বরদাস্ত করবে না।

www.bjilibrary.com

হয়েও হলো না শেষ

ঘড়ির কাঁটা ৯ টার দাগে ছুঁই ছুঁই। ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের সামনের বকুল গাছ তলায় দাঁড়িয়ে মনে হয়েছিল এক নতুন দিনের সকাল। শুভ্র বসনে সাজানো গেটে একটি ব্যানার। বেশ চমৎকার লেখাগুলো। দৃষ্টি মেলে সকলে পড়ছেন। যানবাহনের যাত্রিদেরও দৃষ্টি এড়ায়নি। এক বৃদ্ধ পড়ার চেষ্টা করছেন। কিন্তু তিনি পারছেন না। তাঁর দৃষ্টি হেথা পৌঁছেনা। সঙ্গে থাকা বালকটি জোড়ে জোড়ে পড়ে শোনালো। "খিলাফতে রাশেদাঃ মানবাধিকারের স্মর্ণযুগ বিষয়ক সেমিনার"। এ চরনটি শুনেই কণ্ঠ ভারাক্রান্ত হল বৃদ্ধের। চোখ তার টলমল। অন্যদের সাথে তিনিও প্রবেশ করলেন ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে। যথাসময়ে সেমিনারের হলরুমে মঞ্চের পর্দা সরে গেল। ৯টা বাজতেই শুরু হল সেমিনার। প্রারম্ভেই পবিত্র কুরআন পাঠ। এরপর এক তরুণ ইসলামী সংগীত গাইলেন। সুরের মুর্ছনায় নেমে এলো নিরবতা। জামায়াতে ইসলামীর মহানগরী সেক্রেটারী রফিকুল ইসলাম খানের ভরাট কণ্ঠে পরেই ঘোষণা এলো প্রবন্ধ পাঠ করবেন দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক আবুল আসাদ। শ্রোতারা অধীর আগ্রহে বসে আছেন। এই ব্যতিক্রমধর্মী প্রবন্ধ শোনার জন্য। কোথাও নেই হই হুল্লোড়। পিন পতন শব্দ নেই। মঞ্চে বসা প্রাজ্ঞ আলোচক ও নেতৃবৃন্দ। তাদের অপেক্ষার পালা এ অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর আগমনের জন্য। তবে কোন উদ্বেগ নেই। নেই টেনশন । উনি ১০টায় আসবেন। ঠিক ১০টা বাজতেই এসে পড়লেন। কথায় কাজে এক চুল ব্যতিক্রম ঘটেনি। এ যেন ঘড়ির কাটায় কাটায় চলা।

প্রবন্ধ পাঠ শুনলাম। প্রবন্ধের ভাবগাম্ভির্যপূর্ণ আলোচনায় শ্রোতারা মুগ্ধ। আবেগে আপ্লুত। সত্য নির্ভরশীল ঐতিহাসিক এ

www.bjilibrary.com

প্রবন্ধের ধারাভাষ্য শুনে মন কেঁদে উঠল। বার বার মন চায় ফিরে যাই সেই সোনালী যুগের সোনার মানুষদের শাসনকালে। প্রবন্ধে পাশ্চাত্যের তথাকথিত ভুঁয়া সভ্যতার ধ্বজাধারী ওরিয়েন্টালিস্টদের আচরণের একটি নিখুঁত বিশ্লেষণ করেছেন প্রবন্ধকার। ঐতিহাসিক বস্তুনিষ্ঠ তথ্য নির্ভর খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসনকালের কথাও তিনি উপস্থাপন করেছেন। প্রবন্ধের আলোচনায় ফুটে উঠছে দুটি যুগের দুটি ধারাবাহিকতা। একটি আলোকিত মানুষের কর্মধারার আলোর স্ফুরণ, অপরটি তমসার নিকষ কালো থাবায় মানবতা হয়েছে একাকার। আলোচকদের জ্ঞানগর্ব আলোচনায় যেন কিসের মায়া জড়ানো ছিল। কিন্তু সময় আর নেই। বিদায়ের ঘন্টা বেজে উঠল। শুধু শ্লোগান দিয়ে শ্রোতারা মনের আকুতি জানালেন, আমরা ফিরে যেতে চাই রাশেদার যুগে। শত কণ্ঠে ধ্বনীত হল আমরা আরো শুনতে চাই। খিলাফাতের পুর্ণাঙ্গ ধারাবাহিক বর্ণনা শুনতে চাই। মনের মাধুরী মিশানো আকুতি শুনতে পেলাম সেমিনার থেকে বের হয়ে পথে পথে। সত্যিই এ বিশাল ঐতিহ্য গাঁথা ছন্দময় ঐতিহাসিক সত্যের আলোচনা এতটুকু সময়ে শেষ করা সম্ভব নয়। কেবল শুরু হয়েছিল। শেষ হল না। এ যেন হয়েও হলো না শেষ।

তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎ কর্ম করে, আল্লাহ্ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসনকর্তৃত্ব দান করবেন। যেমন তিনি শাসনকর্তৃত্ব দান করেছেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদেরকে শান্তি দান করবেন। তারা আমার এবাদত করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। এরপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে, তারাই অবাধ্য।

- সূরা নূর-৫৫

www.bjilibrary.com